দর্শনায় গাঁজা সহ নাস্তিপুরের আকাশ গ্রেফতার

দর্শনায় গাঁজাসহ নাস্তিপুরের আমিনুল হক ওরফে আকাশ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আজ বুধবার সন্ধা পৌনে ৭টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সোহেল রানা সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর গ্রামে।

এসময় গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মানিক হোসেনের পূর্ব দুয়ারী পাকা বাড়ির গেট সংলগ্ন গলির রাস্তার উপর হতে আমিনুল হক ওরফে আকাশ (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ৫ শত গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করেন। ফলে পুলিশের অভিযান টেরপেয়ে পালিয়েছে মানিক হোসেনের স্ত্রী দেলোয়ারা খাতুন ওরফে পাখি (৪৫)।

গ্রেফতারকৃত আমিনুল হক ওরফে আকাশ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা ও ইসরাফিল হোসেনের ছেলে।

এ ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করেছে।

মহেশপুর সীমান্তে স্বর্ণের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দু’জনকে গুলি করে হত্যা,আহত ১

স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জের ধরে শামীম মন্ডল (৩৫) ও মন্টু মন্ডল (৪৭) নামের দু’জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এসময় নিহত শামীমের বাবাও সামছুল মন্ডল (৬৫) গুলিতে আহত

হয়। তাকে আহত অবস্থায় মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ নিহতদের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।

এ ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার বিকাল ৪টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের সীমান্ত বর্তী বাঘাডাঙ্গা গ্রামে। তবে ঘাতক তরিকুল ইসলাম ওরফে আকালেকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

এলাকাবাসী জানান, বাঘাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকা দিয়ে র্দীঘ দিন ধরে শামীম,মন্টু,তরিকুলসহ ৫/৬ জন স্বর্ণের চারাচালান ব্যবসা করে আসছিলো। আর স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

নিহত শামীমের চাচাতো ভাই কামরুজ্জামান জানান, তাদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনে আজ বুধবার বিকালে ঘাতক বাঘাডাঙ্গা গ্রামের পনিআটি পাড়ার টেনা মন্ডলের ছেলের তরিকুল ওরফে আকালের কাছে পাওনা টাকা চাইতে যায় বাঘাডাঙ্গা গ্রামের সামসুল মন্ডলের ছেলে শামীম ও একই গ্রামের মন্টু। তখন তরিকুল, শামীম ও মন্টু মধ্যে টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এর এক পর্যায়ে তরিকুল ওরফে আকালের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে শামীম ও মন্টুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে মহেশপুর থানা পুলিশ ঘটনা স্থল থেকে ২টি গুলির খোশা ও তীরধনুক উদ্ধার করেছে।

নেপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামছুল আলম মৃধা জানান, তাদের মধ্যে চোরাচালানের টাকা পয়সা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনেই এই হত্যা কান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মাহাবুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, নিহতদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার নিহতদের লাশ ঝিনাইদহ মর্গে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান, আসামী ধরতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলছে।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে ৩০২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ বায়েজিদ আহম্মেদকে (৩২)গ্রেফতার করেছে।সে দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি রামনগর গ্রামের মৃত্য আবুল কালামের ছেলে।

জানাযায় বুধবার (১৭জানয়ারি) সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান এর নেতৃত্বে অভিযান চালায় কলাবাড়ী রামনগর সেন্টার মোড়পাড়া গ্রামের আসামির নিজ বসতঘরে।এ সময় জেলার মাদকদ্রব্য বিভাগীয় জেলার সমন্বয়ে বাড়ি তল্লাশী করে ৩০২ পিচ ইয়াবাসহ তাকে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন মামলার বাদী হয়ে উক্ত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করে।আজ তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ময়না খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১২র’ সদস্যরা।

গ্রেপ্তারকৃত ময়না খাতুন(৩৭) তিনি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা পৌরসভার নওদাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে র্যাব-১২ সিপিসি-১ ক্যাম্পের

কোম্পানি স্কোয়াড কমান্ডার কিশোর রায় প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, মঙ্গলবার(১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি ময়না খাতুন। ২০১৫ সালে ভেড়ামারা থানাধীন নওদাপাড়া গ্রামস্থ মনোয়ারা বেগমের বাড়ীর সামনে অবৈধ হেরোইন ক্রয়/ বিক্রয়কালে গ্রেফতার হন ময়না। উক্ত ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভেড়ামারা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১, ২০১৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ধারা-১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০২১সালের ২৮নভেম্বর কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-১ এর বিচারক আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করে।

রায় ঘোষণার আগে থেকেই জামিনে বের হয়ে ময়না খাতুন আত্মগোপনে চলে যায়। পরে প্রথম স্বামীকে তালাক দিয়ে আবারও বিয়ে করে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ঢাকার সাভার এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছিলেন।

ময়না খাতুনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর থেকেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় র্যাবের গোয়েন্দা দল আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে

মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহ দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে মাদক উদ্ধার করা সহ পৃথক স্থান হতে আটক করা হয় ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে।

আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা মসজিদপাড়ার লালন, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মিজানুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও মোবারক পাড়ার জাহিদুল ইসলাম। তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান শেষে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাযায়, আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেনের নেতৃত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ সঙ্গীয় সদস্য মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন চুযাডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা গ্রামে।

এসময় গ্রামের মসজিদ পাড়ার আবুল কালাম আবুর ছেলে লালনের নিজ দখলীয় বসতঘর মধ্যে হইতে ৫শত গ্রাম গাঁজা সহ লালন মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

একই অভিযানিকদল দুপুর ১টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে। এসময় গ্রামের পাকা রাস্তার পূর্ব পাশে বিপ্লবের কলা বাগানের মধ্যে হইতে ৫০ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় মিজানুর রহমান
(৪২) নামের এক তাঁড়ি ব্যবসায়ীকে। গ্রেফতারকৃত মিজানুর রহমান দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কেওড়া পাড়ার কালাচান মন্ডলের ছেলে। গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালত ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। দুপুর ১টার দিকে একইদল অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ায়।

এসময় মোবারক পাড়া পাকা রাস্তার পশ্চিমপাশে হাসনা মিয়ার প্রোল্ট্রি ফার্মের সামনে হতে ২ লিটার তাঁড়িসহ গ্রেফতার করা হয় মোবারক পাড়ার মৃত. ছিরু মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলামকে (৪১)।

গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

একইস্থান থেকে দুপুর ২ টার দিকে ২ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত. তহির উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমানকে (৬০)। তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ কারাদন্ড ও জরিমানার রায়প্রদান করেন অভিযান নেতৃত্বে থাকা চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেন।

র্যাবের অভিযানে গাংনীতে মাদক সহ আটক-১

মাদক বিরোধী এক অভিযানে মাদক ও মাদক বিক্রির টাকাসহ মোঃ সিদ্দিক আলী (৬০) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব। আটককৃত মোঃ সিদ্দিক আলী (৬০) গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত আনছার আলীর ছেলে। আজ সোমবার এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব সিপিসি ১২ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার মোঃ মনিরুজ্জামান।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, ১৪ জানুয়ারী রাত সাড়ে ৬ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় সিপিসি-মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল মেহেরপুর জেলার গাংনী থানাধীন ১ নম্বর কাথুলি ইউনিয়নের খাসমহলে মোঃ সিদ্দিক আলী এর চায়ের দোকানের সামনে ৩ গ্রাম হেরোইনসহ সিদ্দিক আলীকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার কাছ থেকে মাদক বিক্রয়ের নগদ ১৬ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

মো: মনিরুজ্জামান জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মোঃ সিদ্দিক আলী মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের কথা স্বীকার করেছে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর

করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল সহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ৫৩ (তিপ্পান্ন) বোতল ফেন্সিডিল ও মাদক বহনকারী মোটরসাইকেল সহ এক জনকে গ্রেফতার করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) শিহাব উদ্দিন, এসআই(নিঃ) সাজ্জাদ হোসেন, এসআই(নিঃ)সুমন্ত বিশ্বাস, এসআই(নিঃ) মুহিদ হাসান, এএসআই(নিঃ) রমেন কুমার,এএসআই(নিঃ) রজিবুল হক জেলা গোয়েন্দা শাখার ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযানে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ভিমরুল্লা নতুন শাহী মসজিদের সামনে দামুড়হুদা টু চুয়াডাঙ্গাগামী পাকা রাস্তার উপর হতে ধৃত আসামী দামুড়হুদা থানার কুতুবপুর মাঝেরপাড়ার মৃত তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে আসামি মোঃ ওয়ালিদ হোসেন(৪২) গ্রেফতার পূর্বক আসামীর হেফাজত হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫৩ (তিপ্পান্ন) বোতল মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল, যার মূল্য অনুমান-১,০৬,০০০ টাকা ও মাদক বহনকারী লাল-কালো রংয়ের Discover-125cc মোটরসাইকেল উদ্ধার পূর্বক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

মেহেরপুরে ২৫০ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

মেহেরপুর-কাথুলী সড়কের আবুল খায়ের তামাক কোম্পানির সামনে থেকে ২৫০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আপেল ওরফে মামুন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই নূর মোহাম্মদ মোস্তফা, এস আই কাজী মহসিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটক আপেল ওরফে মামুন সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক মামুনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে

চুয়াডাঙ্গার হরিশপুরের ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা সদরের বেগমপুর-হরিশপুরের আজিজুলকে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আজিজুল চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর উত্তর পাড়ার মৃত আজাদ আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, আজ বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা

গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে গোয়েন্দা শাখার এসআই মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, এএসআই আবেদুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন কোটালী বাজার- বেগমপুরগামী পাকা সড়কের উপর।

এসসয় সড়কের ফুরশেদপুর কাঁচা রাস্তার উপর হতে আজিজুল (৫২) নামের ব্যাক্তির হেফাজত হতে আমদানী নিশিদ্ধ ভারতীয অবৈধ মাদকদ্রব্য ৩৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার সহ তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর উত্তর পাড়ার বাসিন্দা ও মৃত আজাদ আলীর ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশ মাদকবিরোধী এক বিশেষ অভিযানে সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রাম থেকে ফেনসিডিলসহ সুমন আলী (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটককৃত সুমন আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে। আজ রোববার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল তাকে আটক করে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে সুত্রে জানা গেছে, ফেনসিডিল পাচারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি’র ইন্সেপেক্টর আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম অভিযানে অংশ নেয়। এসময় রাজাপুর গ্রামের ইটভাটার সামনে থেকে সুমনকে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করতে সক্ষম হয় অভিযানে অংশ নেওয়া দলটি। সুমনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলাদার পূর্বক মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করেছে ডিবি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান একটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।